# এক নজরে নীলফামারী সদর উপজেলা

## ( মৎস্য বিভাগীয় তথ্যাবলী ২০২৪)

| | |
|---|---|
| ১। জেলা | ঃ নীলফামারী |
| ২। উপজেলা | ঃ নীলফামারী সদর |
| ৩। আয়তন | ঃ ৩৭৩.৩০ বর্গ কিঃ মিঃ |
| ৪। জন সংখ্যা | ঃ ৪,৩৫,১৬২ জন |
| | পুরুষ-২,১৯,০৮০ জন |
| | মহিলা-২,১৬,০৮২ জন |
| ৫। পৌরসভা | ঃ ১ টি |
| ৬। ইউনিয়ন | ঃ ১৫টি |
| ৭। মৌজা | ঃ ১০৮ টি |
| ৮। গ্রামের সংখ্যা | ঃ ১৩৫ টি |
| ৯। সরকারী খাস পুকুর | ঃ ৪০ টি; আয়তন- ৭৪.৯২ হেঃ, **উৎপাদন: ৩৮২.০৯ মে.ট** |
| ১০। ব্যক্তিগত পুকুর | ঃ **৯০২৫** টি; আয়তন- ৯০৮.২২ হেঃ,**উৎপাদন: ৪৬৩৯.৯৩ মে.ট** |
| ক) উপজেলায় মোট পুকুরের সংখ্যা | ঃ **৯০৬৫** টি; আয়তন **৯৮৩.১৮** হেঃ |
| খ) পুকুর হতে উৎপাদিত মাছের পরিমাণ | ঃ **৫০২২.০২** মেঃ টন |
| ১১। বানিজ্যিক মৎস্য খামারের সংখ্যা | ঃ ২৫ টি; আয়তন- **১০.১২** হেঃ, **উৎপাদন: ৬৬.২০ মে.ট** |
| ১২। সরকারী জলমহাল (বিল) | ঃ ৫ টি; আয়তন- ৩২.৭৩ হেঃ |
| ক) উৎপাদিত মাছের পরিমাণ | ঃ **১৩৭.৪৬** মে.টন |
| ১৩। বেসরকারী জলমহাল (বিল) | ঃ **১০**টি; আয়তন- **৮১৭.২৭** হেঃ |
| ক) উৎপাদিত মাছের পরিমাণ | ঃ **৩২৫.৮২** মে.টন |
| ১৪। বেসরকারী প্লাবন ভূমি | ঃ ২২ টি; আয়তন- **১৩০৫.০০** হেঃ |
| ক) উৎপাদিত মাছের পরিমাণ | ঃ **৩৭৮.৫৭**মে.টন |
| ১৫। খালের সংখ্যা (তিস্তা সেচ ক্যানেল) | ঃ ৩ খন্ড |
| | আয়তন- ৪৬.৩৫ হেঃ |
| ক) উৎপাদিত মাছের পরিমাণ | ঃ ৪০.০ মে.টন |
| ১৬। নদী খন্ড | ঃ ৬ টি (বুড়িখোড়া, খরখরিয়া,চারানদী, বামনডাংগা নদী, **চারাল** কাটা ও যমুনাশ্বরী )=৬৫.০হে. |
| ক) উৎপাদিত মাছের পরিমাণ | ঃ **১৮.৫০** মে.টন |

১৭। বাৎসরিক চাহিদা ঃ মাছ- ৬৫৫০.০০ মে.টন (প্রতি জন প্রতিদিন ৬৫ গ্রাম হিসেবে)

১৮। বাৎসরিক উৎপাদন ঃ মাছ- ৬১৩২ .৬৮ মে.টন

১৯। বাৎসরিক উদ্বৃত্ত/ঘাটতি ঃ মাছ- ৪১৮ মে.টন (ঘাটতি)

২০। হ্যাচারী ঃ সরকারী হ্যাচারী– ১ টি

রেনু উৎপাদন- ১০০০ কেজি

ঃ বেসরকারী হ্যাচারী- ৪ টি

রেনু উৎপাদন- ৬৮০০ কেজি

২১। নার্সারী ঃ সরকারী নার্সারী-১ টি; আয়তন- ৩.৩৭ হেঃ

পোনা উৎপাদন- ৭.৭৫ মে.টন; ১.৫৫ লক্ষ টি

বেসরকারী নার্সারী- ৩৭ টি; আয়তন- ১০০.৮৭ হেঃ

পোনা উৎপাদন ৪৪২.৫০ মে.টন; ৮৮.৫০ লক্ষ টি

২২। ধান ক্ষেতে মাছ চাষ ঃ ৩১৫ টি; আয়তন- ১১৫.৫ হেঃ,উৎপাদন- ৭৫.৬৬মে.ট

২৩। নিবন্ধিত মৎস্যজীবীর সংখ্যা ঃ মোট- ১৫৯৬ জন

২৪। মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির সংখ্যা ঃ ১৭ টি

২৫। মৎস্যচাষির সংখ্যা ঃ মোট-৭৪৩২ জন; পুরুষ- ৭৪১৬ জন ; মহিলা- ১৫ জন

২৬। মৎস্যচাষি সমবায় সমিতির সংখ্যা ঃ ০ টি

২৭। হাট / বাজারের সংখ্যা ঃ ৪৫ টি

২৮। মৎস্য আড়ৎ এর সংখ্যা ঃ ৫ টি

২৯। বরফ কল ঃ ১ টি

৩০। মৎস্য খাদ্য প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান ঃ ২ টি

৩১। মৎস্যপণ্য/ খাদ্য বিক্রেতা ঃ পাইকারী- ১ জন; খুচরা- ৬ জন

# ঐতিহ্যবাহী জলমহালঃ নীল সাগর

**অবস্থান:** নীলফামারী জেলা শহর হতে উত্তর- পশ্চিমে ১৪ কি মি দূরে সদর উপজেলার গোড়গ্রাম ইউনিয়নের ধোবাডাংগা মৌজায় নীলফামারী- দেবীগঞ্জ আঞ্চলিক সড়কের পার্শ্বে নীল সাগর দীঘি অবস্থিত।

**ঐতিহাসিক পটভূমি:** বিভিন্নসূত্র থেকে জানা যায়, প্রাচীন কালে বিরাট রাজা রাজত্ব কালে গোড়গ্রামে অসংখ্য গরুর আস্তানা/ বাথান ছিল। এ সমস্ত গরুকে পানি খাওয়ানোর সুবিধার্থে তিনি এখানে একটি বৃহৎ দিঘী খনন করেন, যার নাম রাখা হয় বিরাট দিঘী বা বিরনা দিঘী সংক্ষেপে বিন্না দিঘী। পরবর্তীতে স্বাধীনতার পর এ দিঘীর নামকরণ করা হয় "নীল সাগর"। নীলফামারী জেলার নামের সাথে সাযুয্য রেখে সম্ভবত এই নতুন নামকরণ বলে প্রতিয়মান হয়। সম্প্রতি প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননের মাধ্যমে নীল সাগর দিঘীর পাড়ের উচু অংশে প্রাচীন যুগের ( দশম- একাদশ শতাব্দী) প্রাচীর/ অবকাঠামো বেরিয়ে এসেছে।

**জলাশয়তাত্ত্বিক অবস্থা:** দিঘীর আয়তন ৫৩.৯০ একর; বর্ষাকালে পানির গভীরতা ২৫ হতে ২৮ ফুট এবং শুস্ক মৌসুমে পানির গভীরতা ২২-২৫ ফুটের মতো থাকে। দিঘীর তলদেশ অসমতল, মধ্যবর্তী স্থানে ১ হতে ১.৫০ একর এলাকা জুড়ে অপেক্ষাকৃত গভীর খাদ/ খাড়ি বিদ্যমান। আয়তাকার পুকুরটি উত্তর- দক্ষিণে দীর্ঘ্য ও চারপার্শ্বে খনন মাটি স্তুপ করণের ফলে উচু পাড়ের সৃষ্টি হয়েছে। পুকুরের পানি খানিকটা ক্ষারীয়, পানির পি-এইচ মান ৭.৫ হতে ৮.৫ দেখা যায়।দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমান ৫ হতে ১২ পিপিএম। বর্ষাকালে স্থলভাগ বিধৌত পুষ্টি পদার্থ সমৃদ্ধ পানি দিঘীতে প্রবেশ ও শীতকালে পরিব্রাজক পাখির মল-মুত্র পানিতে সংযুক্ত হবার ফলে দিঘীর পানিতে ফাইটোপ্লাংটনের আধিক্য দেখা যায় । দিঘীর পানিতে সাধারণত ঘোলাত্ব দেখা যায়না। মলা, পুটি,চাপিলা ইত্যাদি মাছ প্রাকৃতিক ভাবে দিঘীতে পাাওয়া যায়। প্রতি বছর রুই, কাতলা, মৃগেল , সিলভার কার্প, বিগহেড কার্প, কার্পিও মাছের পোনা মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক দিঘীটিতে অবমুক্ত করার ফলে এ মাছ গুলিরও প্রাচুর্য্যতা রয়েছে।

**পর্যটন ও বিনোদন:** প্রতি বছর দিঘীর পাড়ে চৈত্র মাসে বারনীর মেলা অনুষ্ঠিত হয়, সারা বছর প্রচুর দর্শনার্থী "নীল সাগর" দিঘী পরিদর্শণ করেন। শীতকালে বিভিন্ন ধরণের অতিথি পাখি এ জলাশয়ে আসে, তাদের কলরবে দিঘীটি মনোমুগ্ধকর হয়ে ওঠে। দিঘীর পূর্ব পাড়ে হিন্দু মন্দির এবং পশ্চিম পাড়ে দরবেশ এর মাজার ধর্মপ্রান মানুষদেরও আকর্ষন করে। এছাড়া দিঘীতে সারা বছর সৌখিন মাছ শিকারীদের জন্য মাছ ধরার আয়োজন করা হয়ে থাকে।